বাংলা বানান সমস্যা নিরসনের সহজ পাঠ

মা ন চি ত্র পা ল

১. ‘এত, কত, তত, যত’-তে ও-কার হবে না। কিন্তু তুলনীয় বোঝাতে ‘মতো’-তে ও-কার হবে।

যেমন-টিনা শিল্পীর মতো না।

২. ‘কিসে, কিসের’ পরিবর্তে ‘কীসে, কীসের’ হবে। কেননা, অর্থের দিক থেকে এর সঙ্গে ‘কী’-র সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ‘কি’-এর নেই।

যেমন-কীসের জন্য আসবো।

৩. অনুরোধ করা হলে ‘বলো, করো, পড়ো, ভাবো’ হবে।

যেমন-প্রশ্নটি পড়ে আলোচনা করো।

৪. ভবিষ্যতের জন্য অনুরোধ বুঝালে ‘বোলো, কোরো, ভেবো, জানিয়ো’ হবে।

৫. অতীতকালের শেষে ‘ও’-কারের প্রয়োজন নেই।

যেমন-করল, বলল।

৬. শব্দের শেষে ‘ইক’ বা ‘ইকা’ থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘হ্রস্ব-ই’ কার হবে। যেমন-আনবিক, সেবিকা।

৭. শব্দের শেষে ‘ইনী’ থাকলে সাধারণত ‘ঈ’-কার হবে। যেমন-অবনী, মনস্বিনী, মৃণালিনী।

৮. অসংস্কৃত শব্দে ‘য’-ফলা বা ‘ব’-ফলা ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন-হিসসা, মফসসল।

৯. ‘গরু’ নয়, হবে ‘গোরু’। কেননা শব্দটি ‘গোরূপ’ থেকে এসেছে।

যেমন-গোরুটি ঘাস খাচ্ছে।

১০. আগে উচ্চস্বর ‘ই ঈ উ ঊ’ থাকলে পরে ‘স্ক স্প স্ফ’ পরিবর্তে ‘ষ্ক ষ্প ষ্ফ’ হবে। যেমন-অন্ত্যেষ্টি, অশিষ্ট, পরিষ্কার। তবে, এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

যেমন-বিস্ময়।

১১. বিশেষণ 'লক্ষ্য' (আমার জীবনের লক্ষ্য) 'লক্ষ্য রাখা' ইত্যাদিতে 'য'-ফলা হবে। তবে, 'লক্ষ করাতে' 'য'-ফলা হবে না।

যেমন-**লক্ষ** করুন।

তোমার জীবনের **লক্ষ্য** কী।

১১. তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে যেখানে 'ই' 'উ' এবং 'ঈ' 'ঊ' দুটি রূপই প্রচলিত সেক্ষেত্রে 'হ্র' বিকল্পটি হবে।

যেমন-কুটীর নয়, হবে কুটির। অঙ্গুরী নয়, হবে অঙ্গুরি।

১২. তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে যেখানে 'ই'-কার 'উ'-কার এবং 'ঈ'-কার 'ঊ'-কার দুটি রূপই প্রচলিত সেক্ষেত্রে হ্র বিকল্পটি হবে।

যেমন-ভ্রূ নয়, হবে ভ্রু। ঊর্ণনাভ নয়, হবে উর্ণনাভ।

১২. কিন্তু হ্রস বিকল্প না থাকলে তৎসম বানানে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন হবে।

১৩. সংস্কৃত 'ইন'-প্রত্যয় যুক্ত শব্দগুলির সাথে 'ঈ'-কার হবে।

যেমন-গুণী, ধনী, মন্ত্রী ইত্যাদি।

১৪. কিন্তু শব্দগুলি সমাসবদ্ধ হলে 'ই'-কার হবে।

যেমন-গুণিজন, মন্ত্রিসভা, পক্ষিকুল ইত্যাদি।

১৫. তবে এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হতে পারে।

যেমন-আগামীকাল, পরবর্তীকাল, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি।

১৬. তৎসম শব্দের শেষে 'ত্ব, তা' ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করা হলে 'ই'-কার হবে।

যেমন-বিরোধিতা, আকস্মিকতা, রসিকতা, অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি।

১৬. শব্দের শেষে বিসর্গ হবে না।

যেমন-বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ নয়, লিখব **বৃদ্ধিং প্রাপ্ত**

বস্তুতঃ নয়, লিখব **বস্তুত**

মূলতঃ নয়, লিখব **মূলত** ইত্যাদি।

১৭. সন্ধিযুক্ত শব্দের পদের মধ্যে বিসর্গ হবে।

যেমন-অতঃ+পর=অতঃপর, অন্তঃ+করণ=অন্তঃকরণ।

১৮. অন্তঃস্থ শব্দে বিসর্গ হবে। কিন্তু অন্তস্থ শব্দে বিসর্গ হবে না। কেননা, দুটি শব্দের অর্থ ভিন্ন। প্রথমটি ভিতরে বুঝাতে এবং দ্বিতীয়টি শেষে অবস্থিত বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯. সংস্কৃত সন্ধিজাত পূর্বপদে হস্ চিহ্ন হবে।

যেমন-দিগ্‌ভ্রান্ত পৃথক্‌করণ বাগ্‌ধারা বাক্‌সিদ্ধ।

২০. হস্-বোধক 'ত্'-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্যে 'ৎ'-এর ব্যবজার থাকবে।

যেমন-উৎপত্তি, তৎকাল, হঠাৎ ইত্যাদি।

২১. রেফের নীচে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন হবে না।

যেমন-কর্ম্ম নয়, লিখব কর্ম

পূর্ব্ব নয়, লিখব পূর্ব।

২২. সন্ধিতে যেখানে 'ম' আসছে সেখানে 'ং' হবে।

যেমন-অলম+কার=অলংকার

সম+গীত=সংগীত

অহম+কার=অহংকার

২৩. কিন্তু যেখানে সন্ধিতে 'ম' আসেনি সেখানে 'ং' হবে না।

যেমন-বঙ্ক+ইম=বঙ্কিম

অনক+ক=অঙ্ক

২৪. যেসব তৎসম শব্দে 'শ-ষ' বা 'শ-স' দুটোই সংস্কৃত অভিধানে স্বীকৃত সেক্ষেত্রে 'শ' ব্যবহার হবে।

যেমন-কিশলয়, শরণি।

২৫. অতৎসম শব্দে 'ই'-কার হবে।

যেমন-কুমির, পাখি, দিঘি।

২৬. কয়েকটি প্রচলিত শব্দে 'ঈ'-কার হবে।

যেমন-চীনা, হীরা।

২৭. সংস্কৃত স্ত্রীবাচক প্রত্যয়ের অতৎসম শব্দে 'ই'-কার হবে।

যেমন-দিদি, পিসি, জেঠি।

২৮. কয়েকটি তদ্ভব ও বিদেশী বিশেষণ শব্দে 'ই'-প্রত্যয় হবে।

যেমন-আসামি, কারবারি, খুনি।

২৯. যেকোনপ্রকার শব্দের সাথে 'ঈয়' প্রত্যয় থাকলে 'ঈ'-কার হবে।

যেমন-ইতালীয়, ভারতীয়, এশীয়।

৩০. অর্থের পার্থক্য বোঝানোর সূত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে হ্রস্ব-ই-কার এবং দীর্-ঈ-কার দুটো ব্যবহার হতে পারে। ভার আছে বা ভার বহনকারী রূপে 'ভারী' শব্দটি এবং খুব অর্থে 'ভারি' ব্যবহার হবে।

যেমন-ভারি তো গাইলে তুমি।

৩১. অতৎসম শব্দে 'উ'-কার হবে।

যেমন-পুজো, চুল, ধুলো।

৩২. যেখানে 'ঙ্গ' উচ্চারিত হবে সেখানে 'ঙ্গ' হবে।

যেমন-বঙ্গ, জঙ্গ, দাঙ্গা।

৩২. জীবিকা, ভাষা, গোষ্ঠী বোঝাতে 'ই'-কার হবে।

যেমন-বাঙালি, জাপানি, ইতালি।

৩৩. ণত্ব বিধান কেবলমাত্র তৎসম শব্দেই হবে, অন্যত্র 'ন' হবে।

যেমন-চিরুনি, রানি।

৩৪. সংখ্যাবাচক শব্দে ‘ও’-কার হবে।

যেমন-এগারো, বারো, তেরো।

৩৫. কয়েকটি বোঝানোর জন্যে কোনো কোনো হবে।

৩৬. ‘Too’ অর্থে ‘ও’ যোগ করলে তা আলাদা করে হবে।

যেমন-আরও, আজও, তোমারও।

৩৭. নিত্য বর্তমান কালে ‘অ’-কারান্ত হবে।

যেমন-তুমি কোন্ কাগজ পড়?

৩৯. বর্তমান অনুজ্ঞায় ও-কারান্ত হবে।

যেমন-এটা পড়ো তো দেখি।

৪০. তুচ্ছার্থক বর্তমান অনুজ্ঞায় হলন্ত হবে।

যেমন-তুই পড়্।

৪১. ভবিষৎ অনুজ্ঞায় একাধিক ‘ও’-কার হবে।

যেমন-এ বইটা অবশ্যই পোড়ো।

৪১. ক্রিয়াপদের অতীত ও ভবিষ্যৎ বোঝালে শেষ বর্ণে ‘ও’-কার হবে না।

যেমন-বলল, দেখল, বলত, বলব।

৪২. সাধিত ধাতু থেকে বের হওয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্র ‘নো’ হবে।

যেমন-দেখানো, শোনানো, চালানো।

৪৩. ‘ঐ’-কার ‘ঔ’-কার বদলে হবে ‘অউ’ ও ‘অই’।

যেমন-মউ, বউ, বই, দই।

৪৪. ‘ক্ষ’-এর পরিবর্তে ‘খ’ ব্যবহার হবে ‘খুদ খেত খ্যাপা’-তে।

৪৫. বিদেশী শব্দে হ্রস স্বরচিহ্ন হবে।

যেমন-ইডেন, ইদ, রিল।

৪৬. বিদেশী শব্দে সবসময় 'ন' হবে।

যেমন-ইরান, ইউক্রেন, জাপান।

৪৭. আরবি-ফারসি শব্দে 'স' হবে।

যেমন-মুসলমান, সাদা, সাবান, ইসলাম।

৪৮. তবে চালু অভ্যাসের মধ্যে আসা শব্দগুলিতে 'শ' হবে।

যেমন-পোশাক, বালিশ, আয়েশ।

৪৯. ইংরেজি s-এর উচ্চারণে 'স' হবে।

যেমন-মিস, জুস, সুট।

৫০. দুই বা দুয়ের বেশি দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে হাইফেন হবে।

যেমন-ভাই-বোন, মা-বাবা, তেল-নুন-লকড়ি, রূপ-রস-গন্ধ।

৫১. পরবর্তী শব্দের গোড়ায় স্বরবর্ণ থাকলে হাইফেন হবে।

যেমন-রাজা-উজির, বিষয়-আশয়।

৫২. সন্ধি করা যায়, অথচ করা হয়নি এমন শব্দেও হাইফেন হবে।

যেমন-বিদুৎ-আলোক।

৫৩. সমার্থক দুটি শব্দে সমাস হলে জুড়ে লিখতে হবে।

যেমন-ভেবেচিন্তে, বলেকয়ে, খেয়েদেয়ে, ধুলোবালি।

৫৪. নিষেধাত্মক 'না' ক্রিয়াপদে ব্যবহার হলে আলাদা করে লিখতে হবে।

যেমন-ভেবো না, পড়বে না, যাবে না।

৫৫. যাঁরা বৈদ্য তাঁরা পদবিতে 'দাস' এর পরিবর্তে 'দাশ' ব্যবহার করেন।

৫৬. কপাল তথা ভাগ্য অর্থে 'ভাল' এবং মঙ্গল অর্থে 'ভালো' লিখব।

৫৭. ‘শ্রেণি/শ্রেণী’ দুটোই শুদ্ধ। কেননা, পাণিনির মতে দুটোই শুদ্ধ। তবে আমরা ‘শ্রেণি’ লেখার পক্ষপাতী।

৫৮. ‘শাদা’-র পরিবর্তে ফারসি শব্দ ‘সাদা’ লিখব।

যেমন-সফেদ, সার্ফ।

৫৯. সুভাষ ভট্টাচার্যের মতে, ‘চীন’ শব্দটি সংস্কৃতে পাওয়া যায়। যেমন-চীনাংশুক অর্থাৎ চীনে প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্র। কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকায় হ্রস-ই কার দিয়ে ‘চিন’ শব্দটি ব্যবহার করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন চীন দেশের নামটি চিন বা সিন নামে একটি রাজবংশের থেকে উদ্ভব হয়েছে। পৃ. ১৪৬-১৪৭

৬০. ‘যাদু’ পরিবর্তে ফারসি শব্দ ‘জাদু’ লিখব। কেননা, মূল উচ্চারণে অন্তঃস্থ-য উচ্চারিত হয় না।

৬১. পদের শেষে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না।

যেমন-দর্শন, রচনা, রঞ্জন।

৬২. পূর্ববর্তী অক্ষরে ঋ-র-ষ’ এর পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ব, হ-কার ও অনুস্বার থাকলে দন্ত্য-ন ব্যবহার হবে।

যেমন-শ্রীমান্।

৬৩. ‘প্র, পরা, পরি, নির্’ ইত্যাদি উপসর্গ গুলির পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য হবে।

যেমন-নমে>প্রণমে, নষ্ট>প্রণষ্ট, নীত>প্রণীত, নতি>পরিণতি।

৬৪. উক্ত কারণে ‘পর, পার, উত্তর, চান্দ্র, নার+ অয়ন’ হয়।

যেমন-পরায়ণ, প্রায়ণ, উত্তরায়ণ, চন্দ্রায়ণ, নারায়ণ ইত্যাদি।

৬৫. সংস্কৃত শব্দে যেখানে মূর্ধন্য-ণ রয়েছে সেখানে মূর্ধন্য-ণ থাকবে।

যেমন-লবণ, বীণা।

৬৬. ট-বর্গের আগে অবস্থিত দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হবে।

যেমন-কাণ্ড, কণ্ঠ, কণ্টক, লুণ্ঠন ইত্যাদি।

৬৭. ‘সাৎ’-প্রত্যয়ে ‘স’ হবে।

যেমন-ভূমিসাৎ, অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ।

৬৮. ঋ-কারের পর ‘ষ’ হবে।

যেমন-ঋণ, তৃণ, বৃষ্টি।

৬৯. ই-কার ও ঈ-কার এবং উ-কার ও ঊ-কার পর সাধারণত ‘স’-এর পরিবর্তে ‘ষ’ হবে।

যেমন-নিষধ, বিষয়, বিষাদ ইত্যাদি।

গ্রন্থঋণ

১. পবিত্র সরকার, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৮, ‘বাংলা লিখুন নির্ভয়ে, নির্ভুল’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং

২. সুভাষ ভট্টাচার্য, জানুয়ারি ২০১৩, ‘আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান’, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ

৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, ‘বাঙলা বানান বিধি’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং

৪. সুকুমার সেন, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য’, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রতিষ্ঠান

১. কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম

ব্যক্তি

১. অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী, উপাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম

Sunday, 19 March 2023